মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2019-21
Published on 3rd January, 2020

SAVE WATER SAVE LIFE
STPF

January, 2020 Volume-V, Issue-XI | 8 Pages, Rs. 2.00 | Regd. No-WBBEN/2015/63375

সচেতনতার জোয়ারে ভাসল তিলোত্তমা

বিশ্ব এইড্স দিবসে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে রাজপথে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশনের পদযাত্রা। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-কলকাতার বুকের ওপর পদধ্বনি। পয়লা ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবসে শ্যামবাজার থেকে সুসজ্জিত র‍্যালি করল থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। এই মুহূর্তে বিশ্বের সবচেয়ে বিপদগুলোকে সামনে রেখে শহরের বুকে সচেতনতার বার্তা দিল সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। শীতের শুরুতে এইডস, থ্যালাসেমিয়া, জল বাঁচান এবং সবুজ পৃথিবীর স্বার্থে মোবাইল অক্সিজেন পার্লার প্রভৃতি ইস্যুকে সামনে রেখে মানুষকে সচেতন করতে এই জাতীয় র‍্যালির কোনও নজির কলকাতা শহরে দেখা যাবে না। এরই সঙ্গে ছিল থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের নিয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, ও উপহার বর্জিত রক্তদান উৎসব এবং এইড্স ও থ্যালাসেমিয়া নিয়ে সেমিনার। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে প্রতিবছরই বিশ্ব এইড্স দিবসে সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য জানান, 'আগামী প্রজন্মকে একটা সুন্দর পৃথিবী উপহার দেওয়ার জন্য সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন তার দায়িত্বটুকু সকলকে নিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করে যাচ্ছে মাত্র।' র‍্যালি দিয়ে শুরু হয় এদিনের অনুষ্ঠান, শেষ হয় থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে।

পয়লা ডিসেম্বর সকাল থেকেই শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় জনাকীর্ণ। বিশ্ব এইড্স দিবসে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ আসতে শুরু করেছেন। এরই মধ্যে চলছে 'আগুনের পরশ মণি'-র শুটিং। পরিচালক সৌরভ পালের নির্দেশনায় এই চলচ্চিত্রটির মূল কাহিনী থ্যালাসেমিয়াকে ঘিরে। সেকারণেই সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের ১ ডিসেম্বরের অনুষ্ঠানকে বেছে নিয়েছেন পরিচালক। অভিনেতা টলিউড শিল্পীদের সঙ্গে ছিলেন মহমেডানের নামকরা ফুটবল প্রশিক্ষক এবং সাংসদ সুব্রত ভট্টাচার্য। পায়রা উড়িয়ে সংগঠনের পতাকা তুলে র‍্যালির উদ্বোধন করেন সংগঠনের সভাপতি ডাঃ তাম্রমণি চ্যাটার্জি, সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য, সহ সভাপতি সারদানন্দ মহারাজ, ডাঃ শেখর ঘোষ, কার্যকরী কমিটির অন্যতম সদস্য তিনকড়ি দত্ত, মুকুল ব্যানার্জি ও কোষাধ্যক্ষ অজয় চৌবে। নহবত থেকে ঘোড়ার গাড়ি, রূপা প্রভৃতি র‍্যালির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। রং-বেরঙের প্ল্যাকার্ড হাতে পা মেলান স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। ব্যানার হাতে ক্লাব-সংগঠনের প্রতিনিধিরাও র‍্যালিতে ছিলেন।

এবার এই র‍্যালির মুখ্য আকর্ষণ ছিল 'মোবাইল অক্সিজেন পার্লার'। পৃথিবী ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে। বাতাসে অক্সিজেনের মাত্রা ক্রমশ কমছে। আগামীদিনে বাঁচার জন্য হয়ত সকলকেই নিয়ম করে অক্সিজেন নিতে হবে। সেকারণেই সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে নাগরিক সমাজকে আগাম বার্তা দিতেই এই অক্সিজেন পার্লারের বিষয়টি র‍্যালিতে মুখ্য প্রদর্শনের বিষয় হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এই পার্লারে সাধারণ মানুষেরা এসে কিছু সময়ের জন্য অক্সিজেন নিয়েছেন। সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য জানিয়েছেন,

এরপর ২-এর পাতায়

স্বাগত ২০২০
বিদায় ২০১৯
ইংরেজি নববর্ষে সুমধ্যমার সকল পাঠক-পাঠিকা, শুভানুধ্যায়ী, পৃষ্ঠপোষক এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।
সম্পাদক

পেঁয়াজ-রসুনের যুগলবন্দিতে ব্রেস্ট ক্যান্সারের সম্ভাবনা কম

নিজস্ব প্রতিনিধি-মহিলাদের ব্রেস্ট ক্যান্সারের প্রকোপ বাড়ছে। সম্প্রতি নিউট্রিশন অ্যান্ড ক্যান্সার জার্নালে একটি প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, যেসব মহিলারা পেঁয়াজ ও রসুন বেশি ভালবাসেন, তাঁদের ব্রেস্ট ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনাটা অপেক্ষাকৃত কম থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে ৮ জন মহিলার মধ্যে মাত্র একজন ব্রেস্ট ক্যান্সার আক্রান্ত বলে জানা গেছে ওই রিপোর্ট থেকে। বাফেলো বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক সমীক্ষা করে দেখেছেন, ৩০ থেকে ৭৯ বছর বয়স পর্যন্ত মহিলারা যারা পেঁয়াজ ও রসুন বেশি পরিমাণে গ্রহণ করেন, তাদের ক্ষেত্রে ব্রেস্ট ক্যান্সারের ঝুঁকি ৬৭ শতাংশ কম থাকে, যারা

একেবারেই এই দুটি জিনিস খান না তাদের তুলনায়।

পেঁয়াজ ও রসুন টিউমার কোষের সঙ্গে লড়াই করতে সক্ষম কারণ এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ফ্ল্যাভোনয়েডস এবং সালফার থাকে, যার মধ্যে রয়েছে এস-অ্যালাইল সিস্টেইন। এগুলিই হচ্ছে ক্যানসার নিরোধক যৌগ। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের মতে ব্রেস্ট ক্যান্সার আটকানোর জন্য কোনও নিশ্চিত রাস্তা নেই, শুধু ঝুঁকির পরিমাণকে কমিয়ে এনে সঠিক রাস্তায় চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে। ব্রেস্ট ক্যান্সারে বছরে মারা যান নূন্যতম চল্লিশ হাজার মহিলা। ভারতে প্রতি চার মিনিটে একজন ব্রেস্ট ক্যান্সার রোগীর চিকিৎসা চলছে এবং প্রতি ১৩ মিনিটে একজন করে মহিলা এই রোগে মারা যাচ্ছেন।

এরপর ২-এর পাতায়

এক পলকে দেশ

খতম ধর্ষকরা

হায়দরাবাদ-হায়দরাবাদ ধর্ষণে অভিযুক্ত চার জনেরই মৃত্যু হল এনকাউন্টারে। নির্যাতিতা তরুণীর মৃত্যু হল হাসপাতালে।

নাগরিকত্ব বিল পাশ

নয়াদিল্লি-৯ ডিসেম্বর লোকসভায় পাশ হয়ে গেল নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, অ-মুসলিম শরণার্থীদের এই দেশের নাগরিকত্ব পেতে কোনও নথিপত্রের প্রয়োজন নেই।

গুলির নির্দেশ

নয়াদিল্লি-সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করলে তাকে দেখা মাত্রই গুলি করার নির্দেশ দিলেন রেল প্রতিমন্ত্রী সুরেশ অঙ্গাড়ি। এন আর সি নিয়ে গন্ডগোলের জেরে এই নির্দেশ।

সাহিত্য অকাদেমি

নয়াদিল্লি-২০১৯ সালের সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পাচ্ছেন চিন্ময় গুহ, শশী থারুর এবং জয়শ্রী গোস্বামী মহন্ত ও অন্যান্যরা।

ভাড়া বাড়ছে রেলে

নয়াদিল্লি-ভর্তুকি কমাতে যাত্রীভাড়া এবং পণ্যমাশুল বাড়াতে চলেছে রেলমন্ত্রক। এই সিদ্ধান্ত রেল বোর্ডের।

এক পলকে রাজ্য

মোবাইল নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি-এবার স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের মোবাইল আনার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করল মধ্য শিক্ষা পর্ষদ। শিক্ষকদেরও মোবাইল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

আচার্যের ক্ষমতা খর্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি-আচার্য হিসেবে রাজ্যপালের ক্ষমতা খর্ব করা হল। শিক্ষাবিধির বাঁধনে এখন রাজ্যপাল শুধুই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য।

সবজি আকাশছোঁয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি-ডিসেম্বরের শেষেও পেঁয়াজ ১২০ টাকা। জ্যোতি আলু ২৬ টাকা কেজি। বাকি সবজির দাম আয়ত্বের বাইরে।

বিশেষজ্ঞ কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি-পূর্ব কলকাতার জলাভূমি সংরক্ষণে বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করা হবে। এরজন্য সাহায্য নেওয়া হবে অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের।

অদল বদল

নিজস্ব প্রতিনিধি-আই এ এস ও আই পি এস-দের অদল বদল হল নবান্নের আদেশে। এ ডি জি (সি আই ডি) রাজীব কুমার হলেন তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের প্রধান সচিব।

এখানে - ওখানে

সংগঠনের সভাপতি ডাঃ জাহ্নবী চট্টোপাধ্যায়কে সামনে রেখে শ্যামবাজার থেকে যাত্রা শুরু বিশ্ব এইডস্ দিবসের র‍্যালির। নিজস্ব চিত্র

সচেতনতার জোয়ারে ভাসল তিলোত্তমা

'এই মোবাইল অক্সিজেন পার্লার খুব অচিরেই শহরের দিকে আসা হবে সাধারণ নাগরিকদের কথা মাথায় রেখে।' একাধিক ট্যাবলোতে ছিল বিভিন্ন বার্তা। শ্যামবাজার থেকে বিধান সরণী হয়ে বিডন স্ট্রিট, যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ, রাজবল্লভ পাড়া, বাগবাজার হয়ে সমগ্র পথ পরিক্রমা করে র‍্যালি শ্যামবাজারে এসে শেষ হয়। যাত্রাপথে ১৪ জায়গায় ১৪টি ক্লাব সংগঠনের পক্ষ থেকে এই র‍্যালিকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। র‍্যালি চলাকালীনই সংগঠনের অডিটোরিয়ামের ভেতরে শুরু হয়ে যায় রক্তদান উৎসব এবং বাইরে সেমিনার। সেমিনারে প্রথম বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট আইনজীবী এবং মোহনবাগান ক্লাবের সভাপতি টুটুবাবু গাঙ্গুলি। একে একে বিধায়ক অশোক দেব, দু নম্বর বরো কমিটির চেয়ারম্যান সাধন সাহা, তিন নম্বর বরো কমিটির চেয়ারম্যান অনিন্দ্য কিশোর রাউত, সাংসদ সুব্রত ভট্টাচার্য, প্রাক্তন বরো চেয়ারম্যান সলিল চট্টোপাধ্যায়, চিত্র পরিচালক গৌরব পাল সহ আরও অনেক বিশিষ্ট মানুষ তাঁদের বক্তব্য রাখেন। মঞ্চে ছিলেন বহু বিশিষ্টজনেরা। প্রায় ১২২টি ক্লাব সংগঠন থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন আয়োজিত এই র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেছে। ১৫০ জন রক্তদাতা তাঁদের রক্তদান করেছেন থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের সাহায্যের জন্য।

বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় যেসব থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের প্রত্যেককেই একটি জীবনদায়ী ওষুধ পুরস্কারস্বরূপ হাতে তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে আগত দর্শকদেরই মঞ্চে ডেকে নেওয়া হয় প্রতিযোগীদের পুরস্কার দেওয়ার জন্য। এই পুরস্কার বিতরণের পরেই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন সঞ্চালক গৌতম সুন্দর।

বাগবাজারে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-বাগবাজার স্বাধীন সংঘের আমন্ত্রণে ৭ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্য শিবিরে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে আগতদের ইসিজি এবং সুগার পরীক্ষা করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বাধীন সংঘের সভাপতি সন্টু লাল পোদ্দার, সম্পাদক রবিশঙ্কর সেনগুপ্ত, কোষাধ্যক্ষ অদ্বৈতকুমার নাগ সহ অন্যান্যরা।

মায়া ফাউন্ডেশনের শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-মায়া ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ৭ এবং ৮ ডিসেম্বর কলেজ স্কোয়ারে এক স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয় ওই স্বাস্থ্য শিবিরে আগতদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার কাজটি সুচারুভাবে সম্পন্ন করে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মায়া ফাউন্ডেশনের সভাপতি ডাঃ মীনাক্ষি গঙ্গোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা।

ফ্রেন্ডস সোসাইটির উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি-বৌবাজার ফ্রেন্ডস সোসাইটির আমন্ত্রণে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে ২১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর্মসূচী। শিবিরে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের শরদিন্দু চ্যাটার্জি। থ্যালাসেমিয়ার মত মারণ রোগ রোধে ক্লাবসংগঠনগুলোকে একত্রিত করে সচেতনতার কাজ করে চলেছে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। সেই কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সকলের কাছে আবেদন জানান শরদিন্দু চ্যাটার্জি সকলের উদ্যোগ থাকলে থ্যালাসেমিয়া রোধ করা সম্ভব। উপস্থিত ছিলেন সোসাইটির সভাপতি প্রদীপ শঙ্কর দাঁ, সম্পাদক চন্দন ঘোষ সহ অন্যান্যরা।

৮ চালার কর্মকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি-হুগলী জেলার বৈঁচিগ্রামের ৮ চালা গ্রুপ সারা বছর ধরে বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কাজ করে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের স্বার্থে।

৮ চালার প্রয়াস

২৪ নভেম্বরে গরীব বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কম্বল বিতরণ, মহিলাদের পোষাক বিতরণ করেছে ৮ চালা। গাছের চারা বিতরণ, জল সঞ্চয় এবং অপচয় বন্ধ করা, প্লাস্টিক বর্জন করা নিয়ে মানুষকে সচেতন করবার প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। ২৫ ডিসেম্বরে পথ সারমেয়দের নিয়ে একটা চড়ুইভাতি করেছে ৮ চালা। এলাকার সকল মানুষকে আকর্ষণ করেছে।

শুভ প্রচেষ্টায় মানবিক সাড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি-'বিশ্ব এইডস দিবস' কে সামনে রেখে ১ ডিসেম্বর ২০১৯ সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে র‍্যালি থেকে শুরু করে রক্তদান কর্মসূচী—গোটাটাই একটা মহোৎসবের চেহারা নিয়েছিল। প্রতিবছরই 'বিশ্ব এইডস দিবস' খুব ঘটা করে পালন করে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। এই অনুষ্ঠানে আসেন সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। একটা বৃহত্তর মানুষের অংশগ্রহণে সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটাই হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। কয়েক হাজার মানুষ র‍্যালিতে পা মেলান। প্রায় ১০০টি ক্লাব সংগঠন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। রক্তদান অনুষ্ঠানে ১৫০ জনেরও বেশি মানুষ রক্ত দিয়েছেন। ৩৬ জন থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তসহ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু কিশোর কিশোরীরা অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন। বহুমুখী উদ্দেশ্যসাধক এই র‍্যালি। সেমিনার মঞ্চে সংগঠনের পৃষ্ঠপোষক রণিতা মিত্র থ্যালাসেমিয়ার কল্যাণের জন্য সম্পাদকের হাতে একটি চেক তুলে দেন।

শ্যামবাজার থেকে র‍্যালি শুরু হওয়ার পর যথাক্রমে কাশীবাড়ি ইয়ংস্টার হাতিবাগান যুবক বন্ধু, শতদল, সচিত্রকথা পত্রিকা, ২৬নং ব্লক কংগ্রেস কমিটি, নতুন বাজার পল্লিবাসীবৃন্দ, সম্মিলিত নিমতলা ঘাট, অল ফ্রেন্ডস ক্লাব, নর্থ কলকাতা চলন্তিকা ক্লাব, শোভাবাজার বটতলা সার্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি, শোভাবাজার ৯-এর পল্লী সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, কুমোরটুলি সার্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি, সৈকত মুখার্জির সৌজন্যে হরলাল অ্যাথলেটিক ক্লাব এবং বাগবাজার সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী পূজা কমিটি সদস্যবৃন্দ সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের র‍্যালিকে চলার পথে তাদের স্ব স্ব এলাকার সম্বর্ধনা জানায়। সংগঠনের পক্ষ থেকেও ক্লাব সংগঠনের কর্তাদেরও সম্বর্ধনা জানানো হয়। প্রত্যেকটি সম্বর্ধনা মঞ্চেই সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য।

র‍্যালিকে কেন্দ্র করে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পার্শ্বঅভিনেত্রী জোয়ার রায়, সমাজসেবী গৌতম চক্রবর্তী। অভিবিগ্রহ সম্পাদক তাপস মুখার্জি, সংগঠনের পৃষ্ঠপোষক রাজরায়, মানব সরকার, অরুণ হাজরা, অপূর্ব বর্মন, প্রদীপ পাত্র, প্রবন্ধ রায়, সৌরভ পাল, প্রশান্ত রায় কর্মকার, সোমনাথ বিশ্বাস, পুরকর্তা পরেশ সরকার, ভারত স্কাউটের সুব্রত ঘোষ, কিশোরকুমার ফ্যান ক্লাবের রতন চক্রবর্তী। হিন্দু সংস্কার সমিতির চন্দন বোস, তারাপীঠের বিনয় হাজরা, তরুণ তীর্থের গোপাল সাহা সহ আরও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বিশ্ব এইডস দিবসে প্রতিবছরের মত এবারও থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের নিয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। এই প্রতিযোগিতার বিশেষত্ব হল, অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককেই সংগঠনের পক্ষ থেকে শংসাপত্র, মেডেল এবং জীবনদায়ী ওষুধ পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয়। এবার তার ব্যতিক্রম হয় নি। এই প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগিরা হলেন, ঈশত হাজরা, তৃপনিক বাগচি, সৌভিক সাহা, দীপ প্রামানিক, সুদীপ্ত পাল, হাফিজুল শেখ, বাপ্পা হালদার, বাপি মন্ডল, অরিহান মিত্র, হীরন মন্ডল, ইমানুয়েল আর বেগ, শামিম আর বেগ, সম্রাট হালদার, মাহেতাব সর্দার, জাকির হোসেন, তুষার রায়, অঙ্কন গুঁই, মোমিতা রায়, ঋতুপর্ণা মন্ডল, সিমরান খাতুন, তমোসা ঘোষ, প্রিয়াঙ্কা মন্ডল, প্রিয়াঙ্কা ব্যানার্জি, সোহানি মল্লিক, গুঞ্জন সাউ, সুস্মিতা সাহা আফিল খাতুন, পুষ্পিতা মুখার্জি, সুস্মিতা কর্মকার, তানিয়া ঘোষ, শ্রেয়সী হালদার, তীর্থ মন্ডল, খালিদ আনোয়ার, সিদ্ধেশ্বর ঘোষ এবং মৈনাক চৌধুরী। এদের মধ্যে সিদ্ধেশ্বর ঘোষ প্রথম স্থান, সিমরান খাতুন দ্বিতীয় এবং মাহেতাব সর্দার তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। এছাড়া মঞ্চে তিনজন শিশুশিল্পীর রয়েরে খেলা সকলের প্রশংসা অর্জন করেছে।

সচেতনতার এই র‍্যালিতে এইডস, থ্যালাসেমিয়া রোধে বার্তাবাহক ব্যানার, ফেস্টুন, ট্যাবলো যেমন ছিল, তেমন মোবাইল অক্সিজেন পার্লার, জল বাঁচাও-র মতো সময়োপযোগী বার্তাকেও ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে।

রেইনবোর শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-বিধানসরণীর রেইনবোর আমন্ত্রণে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডা

রেশনের উদ্যোগে ২২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির এবং রক্তদান কর্মসূচী। এই শিবিরে থ্যালাসেমিয়ার ওপর বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সদস্য রামকৃষ্ণ বসাক। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রেইনবোর কর্মকর্তা সন্তোষকুমার জাগোডিয়া, অমৃতলাল সাহা, শৈলেন দে, সঞ্জয় মিত্র সহ অন্যান্যরা।

ব্রেস্ট ক্যান্সার

১ম পাতার পর

ভারতে ৬০ শতাংশ মহিলারা ব্রেস্ট ক্যান্সারের চিকিৎসার পর মাত্র পাঁচ বছর বাঁচেন। রোগ নির্ধারণে অবথা বিলম্ব এবং সচেতনতার অভাবেই দেশে মৃত্যুর হার অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি। দেশে ৫০ শতাংশের কিছু বেশি মহিলারা ব্রেস্ট ক্যান্সারের স্টেজ ৩ এবং স্টেজ-৪এ ভোগেন এবং খুব দ্রুত তাদের রোগটা ছড়াতে থাকে।

স্টকহলমের কনসার্ট হলে বাঙালির সাজে নোবেল পুরস্কার নিচ্ছেন অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়।

শত্রুর তালিকায় মিত্রের নাম

ঢাকা-স্বাধীনতা দিবসের আগের দিন রাজাকারদের নামের তালিকা প্রকাশ করেছিল হাসিনা সরকারের মন্ত্রী মোজাম্মেল হক। দুদিন পরে সেই তালিকা বাতিল করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কারণ সেই তালিকায় প্রচুর মুক্তি যোদ্ধার নাম রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে স্বীকার করা হয়েছে, তাড়াহুড়ো করে এমন একটা সংবেদনশীল তালিকা প্রকাশ করাটা ঠিক কাজ হয়নি। সেরা তালিকা প্রকাশের দিনক্ষণ পরে প্রকাশ করা হবে।

আগ্নেয়গিরির গ্যাসে মৃত

জেগে উঠেছে নিউজিল্যান্ডের হোয়াইট দ্বীপের আগ্নেয়গিরি

ওয়েলিংটন-আচমকাই জেগে উঠল নিউজিল্যান্ডের হোয়াইট দ্বীপের আগ্নেয়গিরি। সক্রিয় আগ্নেয়গিরি দেখতে প্রতিদিনই প্রচুর পর্যটক আসেন। ৯ ডিসেম্বর হঠাৎ জেগে ওঠে হোয়াইট আইল্যান্ড। মুহূর্তের মধ্যে কালো ধোঁয়া আর পুরু ছাইয়ের আস্তরণে ঢেকে যায় গোটা দ্বীপ। এই বিপর্যয়ের ফলে ওই দ্বীপের সামনে থাকা কোনও পর্যটকেরই আর বেঁচে থাকার আশা নেই বলে জানিয়েছে নিউজিল্যান্ডের পুলিশ। একই কথা জানিয়েছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আর্ডেন। নিউজিল্যান্ডের নর্থ আইল্যান্ডের মূল ভূখণ্ড থেকে প্রায় ৫০ কিমি দূরে হোয়াইট আইল্যান্ড। দুপুর দুটোর পর থেকে শুরু হয় বিপর্যয়। ছাই আর ধোঁয়া ওঠে প্রায় ১২ হাজার ফুট। তিন বছর আগে একবার জেগে উঠেছিল এই আগ্নেয়গিরি।

ধূমপানে না, বাড়তি ছুটি

টোকিও-জাপানের মার্কেটিং সংস্থা 'পিয়ালা' ঘোষণা করেছে, বছরে ছদিন অতিরিক্ত সবেতন ছুটি পাবেন কর্মচারীরা, যারা ধূমপান করেন না। সিগারেট খাওয়া বন্ধ করতে এবং উৎসাহ দিতে এই উদ্যোগ। এই পদক্ষেপের পেছনে কারণটি হল, যারা ধূমপান করেন না, তাদের পুরো সময়টা কাজ করতে হয়। ধূমপায়ীরা ধূমপানের সময় কাজে ফাঁকি দেন। জাপানের বেশিরভাগ সংস্থাই বর্তমানে তাদের কর্মীদের ধূমপান নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন আইন করছেন এবং সেই আইন নিজেদের কর্মস্থলে লাগু করছেন।

মৃত্যুদণ্ড মুশারফের

ইসলামাবাদ-দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে সংবিধান শিকেয় তুলে দিয়েছিলেন। সেই অপরাধে প্রাক্তন সেনাশাসক, অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল পারভেজ মুশারফকে মৃত্যুদণ্ড দিল

ইসলামাবাদের বিশেষ আদালত। পাকিস্তানের ইতিহাসে কোনও সেনাশাসককে চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা দেশদ্রোহের অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ঘটনা এই প্রথম। প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের পাশে দাঁড়িয়েছে ইমরান খানের সরকার।

কনিষ্ঠতম প্রধানমন্ত্রী

হেলসিঙ্কি-পরিবহন মন্ত্রী থেকে প্রধানমন্ত্রী। মাত্র ৩৪ বছর বয়সেই ফিনল্যান্ড তো বটেই, গোটা বিশ্বের মধ্যে কনিষ্ঠতম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নজির গড়লেন সানা মারিন। একটি

প্রধানমন্ত্রী সানা মারিন

ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি সরকার ভেঙে যায় ফিনল্যান্ডে। আন্তি রেন্টে হেরে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেন আন্তি রিনে। সেই শূন্য আসনেই মারিনকে নির্বাচিত করেছেন সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মারিন জানান, 'যথাযথভাবে নিজের দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করব।' তাঁর সামনে এখন বিরাট চ্যালেঞ্জ। একদিকে ধর্মঘটের মোকাবিলা করা অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে চাপ সামলাতে হবে নতুন প্রধানমন্ত্রীকে।

ইমপিচমেন্ট

ওয়াশিংটন-প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মার্কিন কংগ্রেসের হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসে চলা তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ করলেন বিচার বিভাগীয় কমিটির চেয়ারম্যান জেরল্ড ন্যাডলার। ৬৫৮ পাতার সেই রিপোর্টে লেখা রয়েছে কেন দোষী সাব্যস্ত করা উচিত প্রেসিডেন্টকে। ন্যাডলারের কথায়, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আমাদের গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক।' ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট তদন্ত চলছে মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসে।

জলবায়ু নিয়ে নিস্পৃহ

নিউইয়র্ক-রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস মাদ্রিদে জলবায়ু সংক্রান্ত সম্মেলনের আগে জানালেন, জলবায়ু পরিবর্তন রুখতে রাজনৈতিক নেতৃত্বের মাথাব্যথা নেই। অথচ যুবসমাজ উৎসাহের সঙ্গে কাজটা করে চলেছে। এই সম্মেলন চলবে ২-১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত। মহাসচিব জানান, সামনের ১২ মাস ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।

ব্রেক্সিটপন্থীদের বিপুল জয়

প্রধানমন্ত্রীপদে পুনর্নির্বাচিত হওয়ার পর বরিস জনসন

লন্ডন-ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী পদে পুনর্নির্বাচিত হলেন কনজারভেটিভ নেতা বরিস জনসন। যদিও জনমত সমীক্ষায় তাঁর জয়ের ইঙ্গিত ছিল। মোট ৬৫০টি আসনের মধ্যে ৩৬৫ টিতে জিতেছে কনজারভেটিভ পার্টি। জেতার পরেই বরিস জানান, ৩১ জানুয়ারির মধ্যেই ব্রেক্সিট হবে। ই ইউ থেকে ব্রিটেনের বেরিয়ে আসার পথে আর কোনও কাঁটাই রইল না। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনেতারা বরিসকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন। অন্যদিকে, জেরেমি করবিনের নেতৃত্বে লেবার পার্টি চারটি ভোটেই মুখ থুবড়ে পড়ল। এই ব্রেক্সিট নিয়েই প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে যেতে হয়েছিল থেরেসা মে-কে। এরপরেই আসেন বরিস জনসন।

ডাক্তারবাবু, শুনছেন !

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার
প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ৯৮৩০০৬৬৫২৯

প্রঃ গল ব্লাডার পলিপ হলে কি অপারেশন করতেই হয়? এটা আসলে কি?

সুনন্দা দাশগুপ্ত, সল্টলেক

উঃ গল ব্লাডার বা পিত্তথলির গা থেকে যখন ভেতরের দিকে কিছু ফোলা অংশ বেরিয়ে আসে, তাকে গলব্লাডার পলিপ বলে। (Gall Bladder Polyp) বলা হয়। বেশীর ভাগক্ষেত্রেই এর মধ্যে থাকে শুধু কোলেস্টেরল। কিছু ক্ষেত্রে এর মধ্যে টিউমার কোষ থাকে যা বিনাইন (Benine) বা ম্যালিগন্যান্ট হতে পারে। মাত্র পাঁচ শতাংশ বা তারও কম ক্ষেত্রে পলিপ ম্যালিগন্যান্ট হয়। সাধারণত পলিপের ব্যাস ১ সেমি এর কম হলে ম্যালিগন্যান্ট হবার সম্ভাবনা থাকেনা।

অনেকেরই এই জিনিস দেখতে পাওয়া যায়। অনেকক্ষেত্রেই কোনো সমস্যা থাকে না, আলট্রাসোনোগ্রাফি করতে গিয়ে ধরা পড়ে। কিছু ক্ষেত্রে বমি বা বমির ভাব (Nausea) হতে পারে। পেট ফুলে যাওয়া বা রিফ্লাক্স (Riflux) ও হতে পারে।

পলিপ নিজে থেকে চলে যায় না। কোনো ওষুধেও কাজ হয় না। এক সেমি-এর কম ব্যাস হলে অপারেশন করার দরকার হয় না। কিন্তু এর বেশী বড় হলে অপারেশন করাই ভালো। কারণ ম্যালিগন্যান্সির সম্ভাবনা থেকেই যায়।

মাঝে মাঝে আলট্রাসোনোগ্রাফি করে দেখে নিতে হয় যে আকারে বাড়ছে কিনা।

প্রঃ ইনসুলিন আসলে কি?

প্রবাল সেন, বাবুর ঘাট

উঃ হরমোন, যা নিঃসৃত হয় প্যানক্রিয়াসের বিটা সেল থেকে এবং এর কাজ হল রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ রাখা। শরীরে গ্লুকোজের ব্যবহার করে শক্তি উৎপাদন এবং অতিরিক্ত গ্লুকোজকে গ্লাইকোজেন হিসেবে সঞ্চয় করে রাখাই এর কাজ।

এই হরমোনের অভাবে ডায়াবেটিস মেলিটাস (Diabetes Mellitus) নামক রোগ হয় যাতে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে ইনসুলিন ইঞ্জেকশন নিতে হয়।

আবার ইনসুলিনোমা (Insu linoma) নামক টিউমার হলে ইনসুলিনের নিঃসরণ বেশী হয়, ফলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমে যায়।

প্রঃ কিলয়েড সম্বন্ধে জানতে চাই। এটা কি সারে?

স্বর্ণা চ্যাটার্জি, বালি

উঃ কিলয়েড হল একরকমের উঁচু হয়ে যাওয়া জিনিস, যা অনেকসময় কোন অপারেশনের জায়গা, ক্ষত, পোড়া জায়গা প্রভৃতি সেরে যাওয়ার পর সেই জায়গায় দেখা দেয়। সেরে যাওয়ার সময় কোলাজেন টিস্যুর আধিক্যের ফলেই এর সৃষ্টি হয়।

সাধারণত কোন ব্যথা বা চুলকানি হয় না। কিন্তু কিলয়েড বাড়তে থাকলে এসব হতে পারে। এর থেকে ক্যান্সার হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। এর চিকিৎসা খুব একটা আশাপ্রদ নয়। অপারেশন করার পরও কিলয়েড ধীরে ধীরে ফিরে আসে। স্টেরয়েড ইনজেকশন করলে সাময়িক উপশম হয়। লেসার থেরাপি, রেডিয়োথেরাপি, ক্রায়োসার্জারি প্রভৃতিও কাজে লাগতে পারে।

প্রঃ ডায়ালিসিস সম্বন্ধে বিশদে জানতে চাই।

তরুণ দত্ত, বালিগঞ্জ

উঃ ডায়ালিসিস হল একরকমের প্রক্রিয়া। যার সাহায্যে শরীরে জমে থাকা অতিরিক্ত বর্জ্য ও ক্ষতিকর পদার্থ এবং জল শরীর থেকে বার করে দেওয়া হয়। কিডনির অসুখ থাকলে ডায়ালিসিস করা হয়।

যখন কিডনির অসুখ সাময়িক হয় এবং পরে ঠিক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেক্ষেত্রে ডায়ালিসিস কিছু সময়ের জন্য করা হয়। কিন্তু কিডনির অসুখ যদি স্থায়ী হয়, সেক্ষেত্রে নিয়মিত এই প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হয়। ডায়ালিসিস অনেকরই হয় এবং এর সম্বন্ধে জানার আগ্রহ অনেকেরই থাকে। এখানে ডায়ালিসিস সম্বন্ধে কিছু তথ্য দেওয়া হল— যেসব ক্ষেত্রে সাময়িক ডায়ালিসিস করতে হয়, অর্থাৎ কিডনির অসুখ ক্ষণস্থায়ী, সেগুলি হল—অ্যাকিউট গ্লোমেরুলো নেফ্রাইটিস, ইনফেকশন, সেপসিস, সর্পদংশনের ফলে কিডনি হঠাৎ খারাপ হয়ে যাওয়া প্রভৃতি। আবার দীর্ঘস্থায়ী কিডনির অসুখ যেমন ডায়াবেটিস ও হাইপ্রেসারের জটিলতা থেকে উদ্ভূত কিডনির রোগ, ওষুধ থেকে হওয়া কিডনির অসুখ, কিছু দীর্ঘস্থায়ী অসুখের ফলে হওয়া কিডনির অসুখ (যেমন এস এল ই) প্রভৃতি। কখন ডায়ালিসিস করতে হবে—যখন কিছু উপসর্গ বিশেষভাবে প্রকট হয় যেমন ইউরেমিক সিম্পটমস্। রক্তে ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন প্রভৃতি বেশী থাকার জন্য বমি, বমির ভাব, খিদে কমে যাওয়া, চুলকানি প্রভৃতি হয়। হিপারক্যালেমিয়া হলে যা সাধারণ চিকিৎসায় কাজ করে না, শরীর ফুলে যায়, ওষুধে কাজ হয় না, অ্যাসিডোসিস, যা চিকিৎসায় ঠিক হয় না, রক্তক্ষরণ হলে বা জি এফ আর ১০ মিলি প্রতি মিনিটের কম হলে।

ডায়ালিসিস প্রধানত দুই প্রকার। (১) হিমোডায়ালিসিস, (২) পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস।

সম্পাদকীয়

বেশ ভালো হয় নি

দেশের প্রায় মুছে যাওয়া একটা অধ্যায় ফের জনসমক্ষে ভেসে উঠেছে, যেখানে মারের বদলে মার, খুনের বদলে পাল্টা খুন, গুলির বদলে পাল্টা গুলি—প্রতিহিংসার একটা রিহার্সাল এখন বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। স্বাধীনোত্তর ভারতে এই প্রতিশোধ স্পৃহায় খানিকটা ভাটা পড়লেও ইদানিং বিষয়টি জনপ্রিয়তার শিখরে তথা কেটিলের ন্যায় আবির্ভূত। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জঘন্য এবং নৃশংস অপরাধগুলো মাথাচাড়া দিয়েছে এবং অনবরত সেই ঘটনাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে চারপাশে আওয়াজ উঠছে, 'শেষ করে দাও অপরাধীদের'। এইতো হায়দরাবাদে বীভৎস ধর্ষণ ও হত্যায় অভিযুক্ত চারজন কয়েদি 'পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে' মারা যাওয়ার পর প্রতিহিংসার তালিকায় একটা নতুন অধ্যায় যুক্ত হল। যদিও 'এনকাউন্টারে' মৃত্যুর ঘটনা এদেশে নতুন নয়। সাত এর দশক থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজ্যে সেই ট্রাডিশন সমানে চলছে। স্বাভাবিকভাবে রাজনৈতিক অথবা সন্ত্রাসবাদী অপরাধে অভিযুক্তরাই 'পুলিশ হেফাজত থেকে পালাতে গিয়ে' অথবা 'নিরাপত্তা রক্ষীদের আক্রমণ করতে গিয়ে' মারা যায়। কিন্তু ধর্ষণে অভিযুক্তদের 'এনকাউন্টার' এর মতো একটা নিরাপদ অস্ত্রের হানায় মৃত্যু বেশ অভিনব।

এই ঘটনার একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু সেসব প্রতিক্রিয়াগুলোর মধ্যে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ নিহিত রয়েছে। খুব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে বিচারের কাজ শুরু হওয়ার আগেই অভিযুক্তরা পুলিশের গুলিতে মারা গেল। এই খবরে দেশ জুড়ে বাহ্ বাহ্ রব উঠেছে, যার অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে, যা হয়েছে, বেশ ভাল হয়েছে। এই ঘটনার প্রশংসায় পঞ্চমুখেরা কোথাও বলেননি যে, অভিযুক্তদের সঙ্গে সত্যিই পুলিশের 'সংঘর্ষ' হয়েছিল, এটা তারা বিশ্বাস করেন। অতএব, ধরে নেওয়া যেতে পারে, পুলিশ ওই চারজনকে মেরে ফেলেছে এবং এটা ঠিক কাজ করেছে। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে কিছু বুদ্ধিজীবী, শিক্ষিতরা, সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিতরা এবং স্বপ্রতিষ্ঠিত বোদ্ধারাও এই মতটিকে পূর্ণ সমর্থন করছেন। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের একটা অংশ কেউ ঘুরিয়ে আবার কেউ সরাসরি বলছেন, এমন অপরাধীদের এই শাস্তিই হওয়া উচিত। মন্ত্রীরাও বাদ নেই। অর্থাৎ শুধু নাগরিকরাই নন, আইন প্রণয়নকারীরা এবং আইন প্রয়োগকারীরা খুব দায়িত্ব সহকারে আইন-আদালতের গুরুত্ব এবং মূল্য খুব যত্ন সহকারে এড়িয়ে যাচ্ছেন।

খুব পরিষ্কার আইনি চিকিৎসার প্রয়োগ এখানে হয়নি বলেই অপচিকিৎসার সস্তা চমকের ওপরেই মানুষ এমন আকর্ষণ দেখাচ্ছে। একদিকে পুলিশের অপদার্থতা, উদাস মনোভাব, দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব আর অন্যদিকে অতিবিলম্বিত বিচার প্রক্রিয়া, এই দুইয়ের মিলনে মানুষ এখন স্বাভাবিক সুবিচারের আশা ত্যাগ করেছে। যে কারণে গণপ্রহারে অপরাধী বধের ঘটনা বাড়ছে, আর বন্দুক মার্কা এনকাউন্টারে অপরাধীদের মৃত্যুতে নাগরিক সমাজ বেশ পুলকিত। অতি সম্প্রতি কিছু কিছু রাজনৈতিক নেতার বাণীর মধ্যে যথেষ্ট হিংস্রতার এবং আইনকানুনকে তোয়াক্কা করবার একটা সুর শোনা যাচ্ছে। মনে রাখতে হবে শুভবুদ্ধির শেষ এখনও হয়নি, এটাই ভরসা। আর এই ভরসা যদি বিফল হয় তবে দেশে গণ-তন্ত্র আর থাকবে না তা মন্ত্র হয়েই আকাশ বাতাসে ছড়িয়ে পড়বে।

দেব-দেবী

শ্রীশ্রী আনন্দমূর্তি

মনসা দেবী তৈরি হলেন কোত্থেকে? না, ভয় থেকেই এই দেবীটির উদ্ভব হ'ল। এখন দেবীর মহিমা প্রচার করতে হবে। তা প্রচার না করলে লোকে মানবে কেন? নামটা শুনে মানছে বটে, আরও ভালভাবে মানাতে হবে সেই জন্য লেখা হ'ল পদ্মপুরাণ, লেখা হ'ল মনসামঙ্গল, লেখা হ'ল পদ্মাবতী কাব্য। বেহুলা-লখীন্দরের গল্প তৈরি হ'ল আর এর দ্বারা বোঝানো হ'ল যে এ দেবীটি যে-সে নয়। একে তুষ্ট রাখতে হবে আর এই দেবী অসন্তুষ্ট হলে নানান ধরনের বিপদের সৃষ্টি হবে। এও বোঝানো হ'ল যে দেবী-দেবতাদের মধ্যে পারস্পরিক লড়াইও আছে, ঝগড়াও আছে, রেষারেষিও আছে, কামড়াকামড়িও আছে। এদের বলা হয় লৌকিক দেবতা। সন্তানের মঙ্গল কামনায় ষষ্ঠী পুজো, ঘেঁটো পুজো ; পারিবারিক মঙ্গল কামনায় সুবচনীর পুজো। এই ধরনের লৌকিক দেবতা হ'ল সত্যনারায়ণ। পৌরাণিক নারায়ণের সঙ্গে সত্যনারায়ণের কোন সম্পর্ক নেই। সত্যনারায়ণ লৌকিক দেবতা—শাস্ত্রস্বীকৃত নয় বা হিন্দু দেবতাও নয়। এইসব লৌকিক দেবতার পুজোপাঠের বিশেষ বিশেষ বিধি তৈরী করা হ'ল। এই পুজো যাঁরা তৈরী করে দিয়েছিলেন তাঁরা নিজেদের সুবিধেমত ব্যবস্থাগুলো তৈরি করেছিলেন। যেমন মঙ্গলচণ্ডী। মেয়েদের ব্রতকথাতেও সবই লৌকিক দেবী-দেবতা—একটা বিশেষ অংশের লৌকিক দেবী-দেবতা অন্য কোন বিশেষ অংশে পরিচিতও নয়। সন্তোষী মা রয়েছেন এ সবই লৌকিক দেবী দেবতা।

স্বামী বিবেকানন্দ —কাপুরুষ ও দুর্বলগণই পাপাচরণ করে ও মিথ্যা কথা বলে। সাহসী ও সরলচিত্ত ব্যক্তিগণ সদাই নীতিপরায়ণ।

কাজী নজরুল ইসলাম—ধ্বংসে দেখে ভয় কেন তোর? প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন। আসছে নবীন- জীবন হারা অ-সুন্দরে করতে ছেদন।

মাসতামামি

১ জানুয়ারি — কিউবায় প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা ১৯৫৯।
— আলিপুর পশুশালার উদ্বোধন ১৮৭৫।
— বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বোসের জন্ম ১৮৯৪।
— লোকপাল এবং লোকযুক্ত বিলে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর ২০১৪।

২ জানুয়ারি — নাটক ও থিয়েটারের শিল্পী সফদর হাসমিকে হত্যা ১৯৮৯।
নবাব সিরাজউদ্দৌলার হাত থেকে কলকাতার দায়িত্ব নিলেন রবার্ট ক্লাইভ ১৭৫৭।

৩ জানুয়ারি — ফ্লাইং মেশিন নিয়ে পরীক্ষায় ব্যর্থ হলেন লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ১৪৯৬।

৪ জানুয়ারি — শরৎচন্দ্রের লেখা 'পথের দাবি' প্রকাশিত হল ১৯২৯।
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ১৯০৬।

৫ জানুয়ারি — বিপ্লবী যতীন কুমার ঘোষের জন্ম ১৮৮০।

৬ জানুয়ারি — ফরাসি শিক্ষক লুইস ব্রেইল-এর মৃত্যু ১৮৫২।
ভারত ভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বৈঠকে ১৯৪৭।
প্রথম ভারতীয় শম্ভুনাথ পণ্ডিতকে হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত করা হল ১৮৬৭।

৭ জানুয়ারি — রেডিওর সিগন্যাল আবিষ্কার করলেন মার্কনি ১৯০৪।
বাল্টিমোরের মাউন্ট ক্লেয়ারে প্রথম রেলওয়ে স্টেশন তৈরি হল ১৮৩০।

৮ জানুয়ারি — সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে, বিজ্ঞানী গ্যালিলিও এই তথ্য দিলে তাঁকে শাস্তি দেওয়া হল ১৬৪২।
কেলুচরণ মহাপাত্রের জন্ম ১৯২৬।
লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীর জন্ম ১৯০৯।

৯ জানুয়ারি — বিজ্ঞানী হরগোবিন্দ খুরানার জন্ম ১৯২২।
অ্যান্টার্কটিকাতে প্রথম পদার্পণ করল ভারতীয় বিজ্ঞানীরা ১৯৮২।

১০ জানুয়ারি — ভারত-পাক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত ১৯৬৬।
প্রথম ভূগর্ভ রেলের উদ্বোধন হল লন্ডনে ১৮৬৩।

১১ জানুয়ারি — ভারতে নিউজপ্রিন্ট উৎপাদন শুরু হল ১৯৫৫।
পূর্ব পাকিস্তানের নাম বদল করে হল বাংলাদেশ ১৯৭২।

১২ জানুয়ারি — বিপ্লবী সূর্যসেনের ফাঁসি ১৯৩৪।
স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম ১৮৬৩।
কলকাতা চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালের উদ্বোধন করলেন বিজ্ঞানী জুলিও কুরী ১৯৫০।

১৩ জানুয়ারি — কলকাতায় সম্বর্ধনা দেওয়া হল ভিয়েতনামের নেতা গিয়াপকে ১৯৯১।
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য কলকাতায় গান্ধীজির অনশন ১৯৪৮।

১৪ জানুয়ারি — হেমাঙ্গ বিশ্বাসের জন্ম ১৯১২।
ঐতিহাসিক ডাঃ নীহার রঞ্জন রায় এর জন্ম ১৯০৩।

১৫ জানুয়ারি — কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত ১৭৮৪।
মার্টিন লুথার কিং (জুনিয়র)-এর জন্ম ১৯২৯।

১৬ জানুয়ারি — ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল আমেরিকা ১৯৯১।

১৭ জানুয়ারি — আফগানিস্তানে পালালেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ১৯৪১।
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর প্রয়াণ ২০১০।

১৮ জানুয়ারি — প্যারিসে শান্তি সম্মেলন ১৯১৯।
লাল ফৌজের সৌজন্যে পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরির স্বাধীনতা প্রাপ্তি ১৯৪৫।
ইংল্যান্ডে শুরু হল আধুনিক হকি ১৮৮৬।

১৯ জানুয়ারি — বিজ্ঞানী জেমস ওয়াট-এর জন্ম ১৭৩৬।
ভারতে প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হলেন ইন্দিরা গান্ধী ১৯৬৬।
জীবন বিমা নিগমকে রাষ্ট্রীয়করণ ১৯৫৬।

২০ জানুয়ারি — সীমান্ত গান্ধীর মৃত্যু ১৯৮৮।
হিন্দু কলেজ চালু করলেন ডেভিড হেয়ার ১৮১৭।

২১ জানুয়ারি — কপি রাইট অ্যাক্ট চালু হল ১৯৫৮।

২২ জানুয়ারি — ঔরঙ্গজেবের হাতে বন্দি অবস্থায় শাহজাহানের মৃত্যু হল আগ্রাদুর্গে ১৬৬৬।
দেরাদুনে চালু হল অন্ধদের জন্য জাতীয় গ্রন্থাগার ১৯৬৩।

২৩ জানুয়ারি — সুভাষচন্দ্র বোসের জন্ম ১৮৯৭।
দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানা চালু হল ১৯৬৫।

২৪ জানুয়ারি — 'জনগণমন'-কে জাতীয় সংগীতের আখ্যা ১৯৫০।
কলকাতা, বম্বে এবং মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ১৮৫৭।
বম্বেতে প্রথম আন্তর্জাতিক ফিল্মোৎসব শুরু ১৯৫২।
উইনস্টন চার্চিলের প্রয়াণ ১৯৬৫।

২৫ জানুয়ারি — মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম ১৮২৪।

২৬ জানুয়ারি — সমগ্র ভারতে প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন হল ১৯৩০।
জাতীয় প্রতীক হিসেবে গৃহীত হল অশোক চক্র ১৯৫০।
ভারতকে প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা ১৯৫০।

২৭ জানুয়ারি — সংগীতজ্ঞ মোৎজার্টের জন্ম ১৭৫৬।
লেনিনগ্রাদ মুক্ত হল।

২৮ জানুয়ারি — লালা লাজপত রায়-এর জন্ম ১৮৬৫।
ভারতে এলেন ভগিনী নিবেদিতা ১৮৯৮।

২৯ জানুয়ারি — হিকির সম্পাদনায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত ১৭৮০।
প্রথম পেট্রোল চালিত মোটরগাড়ি তৈরি করল কার্ল বেনজ ১৮৮৬।

৩০ জানুয়ারি — গান্ধীজিকে হত্যা করল নাথুরাম গডসে ১৯৪৮।
ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী উদ্বোধন করলেন লর্ড কার্জন ১৯০৩।

৩১ জানুয়ারি — স্টালিনগ্রাদে জার্মান সৈন্যদের আত্মসমর্পণ ১৯৪৩।
ময়ূরকে জাতীয় পাখির তকমা ১৯৬৩।
পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্ম ১৮৪৭।

সচেতনতাই আত্মার শুদ্ধি

সঞ্জীব আচার্য্য

থ্যালাসেমিয়া একটি মারণ রোগ। 'থ্যালাসেমিয়া' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ থেকে এসেছে। যেখানে 'থ্যালাস' অর্থ সমুদ্র এবং অ্যানিমিয়া-র অর্থ রক্তাল্পতা। দুটি শব্দের মিলনে এসেছে থ্যালাসেমিয়া।

সারা দেশে এখন থ্যালাসেমিয়া রোগির সংখ্যা নেহাত কম নয়। থ্যালাসেমিয়া রোগির সংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ মানুষের মধ্যে এই রোগ সম্পর্কে সচেতনতার যথেষ্ট অভাব। এই অভাবের কারণেই থ্যালাসেমিয়ার মত মারণরোগের আক্রমণেই অকালেই শেষ হয়ে ফুলের মত শিশুদের জীবন। একথা সকলের জানা, থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত বংশগত মারণ রোগ। এই রোগের প্রকারভেদে শিশুদের আয়ুষ্কাল ৫, ১০, ১৫ বছর পর্যন্ত। বাস্তব ঘটনা হল, যে শিশু থ্যালাসেমিয়া রোগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তার সুস্থ হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই এবং তার জীবনও ক্ষণস্থায়ী। এই রোগের কবল থেকে নিরাময়ের জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে এখনও পর্যন্ত সেভাবে কোনও পন্থা আবিষ্কার হয়নি। অস্থি মজ্জা প্রতিস্থাপন কিংবা জিন replace এর প্রয়োগ এখনও সবজনীন নয়, আর এর সুদূরপ্রসারী ফলও প্রশ্নাতীত। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এই রোগ নিরাময়ের রাস্তা থেকে সরে এসে থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধের বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখলে অনেকটা ইতিবাচক ফল পাওয়া যেতে পারে। আমাদের প্রত্যেককে নজর রাখতে হবে যাতে এই মারণরোগ নিয়ে কোনও শিশু এই পৃথিবীতে না আসে। আর এই কাজটি অত্যন্ত সহজ শুধু প্রয়োজন যথেষ্ট নাগরিক সচেতনতা, সরকারি প্রচেষ্টা এবং সর্বোপরি তৃণমূল স্তর পর্যন্ত বাহক রক্ত পরীক্ষা PPP মডেলে চালু করা এবং এর পরিকাঠামোকে গড়ে তোলা।

থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধের উপায় হল, জন্মের একবছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত যে কোনও সময়ে প্রত্যেকের উচিত মাত্র একবার থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষা করা। এই রক্ত পরীক্ষার নাম Hb Electrophoresis কিংবা HPLC। আশ্চর্যের বিষয় হল, এই একবার বাহক রক্ত পরীক্ষা করার ব্যাপারে আমরা অধিকাংশই খুব বেশি উদাসীন।

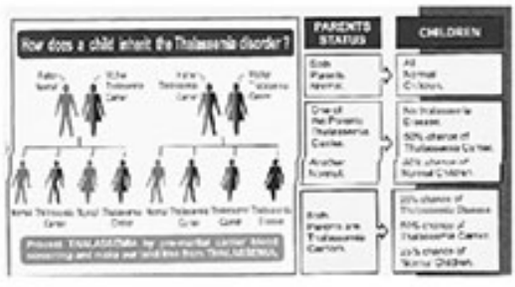

এই রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে যদি দেখা যায় আপনার সন্তান বা প্রিয়জন থ্যালাসেমিয়া বাহক, তাহলে অবশ্যই তার বিবাহ যার সঙ্গে হবে, সে যেন বাহক না হয়।

আর বাহক সম্পূর্ণ সুস্থ এবং একদম স্বাভাবিক। স্বভাবতই এর কোন বহিঃপ্রকাশ নেই। অর্থাৎ সাধারণের মধ্যে বাহককে চিহ্নিতই করা যাবে না যদি না বাহক রক্তপরীক্ষা করা হয়। আর বাহক-এর সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা নেই। উদাহরণস্বরূপ অমিতাভ বচ্চন বাহক। জয়া বচ্চন স্বাভাবিক, স্বভাবতই পরের প্রজন্মের উপর এর কোন প্রভাব পড়েনি। কিন্তু দুজন বাহকের মধ্যে বিয়ে হলে প্রত্যেক ইস্যুর ক্ষেত্রে শতকরা ২৫ ভাগ সম্ভাবনা থ্যালাসেমিয়া মারণ রোগ নিয়ে শিশুর জন্মিকের অতিথি হয়ে পৃথিবীতে আসা। পরিসংখ্যান বলছে আমাদের দেশে আনুমানিক প্রতি ১০-১২ জনের ১ জন থ্যালাসেমিয়া বাহক। অর্থাৎ আনুমানিক দেশে ১২-১৪ কোটি বাহক।

প্রসঙ্গক্রমে বলে নেওয়া প্রয়োজন, বিবাহ নির্দিষ্ট হওয়ার আগে পাত্র-পাত্রীর রক্তের গ্রুপ ও Rh factor অবশ্যই দেখে নিতে হবে। মনুষ্যদেহে রক্তের চারটি শ্রেণী রয়েছে। A, B, AB এবং O। ইতিহাস ঘেঁটে জানা গেছে, মানুষের শরীরে লোহিত কণিকায় উপস্থিত এই অ্যান্টিজেন আফ্রিকার 'রোমার্স' নামক এক প্রজাতির বানরের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। ফলে মানুষের রক্তকোষের এই অ্যান্টিজেনকে Rhesus factor (Rh-factor) বলা হয়।

এবার আসা যাক অন্য একটি ধারণায়। অজান্তে যদি দু'জন থ্যালাসেমিয়া বাহক অথবা Rh positive পাত্রের সঙ্গে Rh negative পাত্রীর বিয়ে হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে কি করণীয়?

আলোচনা প্রসঙ্গে বলি, দু'জন থ্যালাসেমিয়া বাহকের মধ্যে বিয়ে হয়েই গেছে এবং স্ত্রী সন্তান সম্ভবা। এক্ষেত্রে তিনটি উপায় রয়েছে। যদিও তিনটি উপায়ই অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন। গর্ভস্থ সন্তান থ্যালাসেমিয়া বাহক না থ্যালাসেমিয়া নিয়ে পৃথিবীতে আসছে সেটা জানতে হলে একটা কঠিন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। কারণ আমাদের জানা, দু'জন বাহকে বিবাহ হলে ফলস্বরূপ প্রত্যেকবার সন্তান প্রসবের সময় ভূমিষ্ঠ শিশুর ২৫ শতাংশ সম্ভাবনা থেকে যায়, থ্যালাসেমিয়া রোগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করার। এবার তিনটি উপায়ের কথায় আসা যাক।

(ক) Amniocentesis : সন্তান ধারণের ১৫ সপ্তাহ বাদে এটা করানো উচিত। এক্ষেত্রে আলট্রাসোনোগ্রাফির সাহায্যে স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞরা গর্ভস্থ সন্তানের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করে মায়ের পেটের ভেতরে সূঁচ প্রবেশ করিয়ে কিছু পরিমাণ Amniotic fluid সংগ্রহ করবে। সেটিকে গবেষণাগারে DNA PCR পরীক্ষার মাধ্যমে জানা সম্ভব হবে গর্ভস্থ সন্তান থ্যালাসেমিয়া রোগী, বাহক না স্বাভাবিক। Major হলে সে সন্তান আর ধারণ করা চলবে না। আর বাহক বা স্বাভাবিক হলে কোনো সমস্যা নেই।

(খ) Cordocentesis : এক্ষেত্রেও সূঁচ প্রবেশ করিয়ে গর্ভস্থ সন্তানের umbilical cord থেকে sample সংগ্রহ করে DNA PCR পরীক্ষা করতে হবে। এখানেও গর্ভস্থ সন্তান থ্যালাসেমিয়া Major হলে, তা আর ধারণ করা চলবে না। এই পরীক্ষা সন্তান ধারণের ১৮ সপ্তাহ বাদে করা যাবে।

(গ) Chorionic Villus Sampling (CVS) : এটি বহুল প্রচলিত পদ্ধতি। সন্তান ধারণের ১০-১১ সপ্তাহের মধ্যেই এই পরীক্ষা করতে হবে। পদ্ধতি প্রায় একই। ultrasonography সাহায্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক গর্ভস্থ Chorionic Villi থেকে একপ্রকার কোষ সংগ্রহ করে DNA PCR পরীক্ষার জন্য পাঠাবে। পরীক্ষার ফলের ওপর নির্ভর করে পূর্বের উল্লেখিত মতে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

মনে রাখবেন, এসব পরীক্ষার ক্ষেত্রে গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় কারণ পরীক্ষার পদ্ধতিগুলো বেশ জটিল এবং ঝুঁকিপূর্ণ। এর থেকে শতগুণে ভালো নয় কি—বিবাহের আগে বাহক রক্তপরীক্ষা করিয়ে নেওয়া।

এবার Rh Positive পাত্রের সঙ্গে Rh Negative পাত্রীর বিবাহ পরবর্তী দ্বিতীয় সন্তান ধারণের পূর্বের কিছু সতর্কতা নিয়ে আলোকপাত করছি।

এক্ষেত্রে প্রথম সন্তান প্রসবের ৭২ ঘন্টার মধ্যে মাকে অ্যান্টি-ডি ইমিউনোগ্লোবিন ইঞ্জেকশন দিতে হবে এবং চিকিৎসকের সতর্ক তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে।

উপসংহারে শুধু এটুকু বলা, সচেতনতাবে যদি বাহক রক্তপরীক্ষা করে নেওয়া যায় এবং বাহকের সঙ্গে বাহকের বিবাহ না দেওয়া যায়, তাহলে কোল আলো করে ফুলের মতো যে শিশু আসছে, সে একদিন তার সুবাস ও পাপড়ি ছড়িয়ে আপনার এবং সমাজের পরিমণ্ডলকে আরও সুন্দর করে তুলবে। সুতরাং একটু ভাবুন।

ভারতের অর্থনৈতিক পুনরুত্থান সহজে আসবে না

কিশোরকুমার বিশ্বাস

এখন সাধারণ মানুষও জেনে গেছে দেশের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ দিকে যাচ্ছে। এই আর্থিক বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকের (এপ্রিল-জুন) বৃদ্ধির হার নেমেছে ৫ শতাংশে। পরের ত্রৈমাসিকের (জুলাই-সেপ্টেম্বর) বৃদ্ধির হার আরও নেমে ৪.৫ শতাংশ হয়েছে। পরে হয়ত আরও কমবে আর্থিক বৃদ্ধির হার। তবে এই হিসাবকেও অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করছেন ওই ৪.৫ শতাংশ বৃদ্ধির হারের বিষয়টি সঠিক নয়। দেশের যা পরিস্থিতি তাতে আর্থিক বৃদ্ধির হার ওই ত্রৈমাসিকের ২.৫ শতাংশের বেশি নয়।

সরকারের পক্ষ থেকে এখনও অবশ্য আর্থিক দুর্বলতাকে মানলেও তার গভীরতা নিয়ে কোন মূল্যায়ণ হচ্ছে না। তাই অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বা প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত বলছেন দেশের অর্থব্যবস্থা মজবুতই রয়েছে। যা হচ্ছে তা হল সাময়িক দুর্বলতা, মাঝে মধ্যে এরকম হওয়াই স্বাভাবিক। এর ফলে আর্থিক নিম্নগতিকে রোধ করা যাচ্ছে না। সরকার কিন্তু অনেক কিছু নীতি গ্রহণ করছে। কর্পোরেট কর অনেক কমানো হয়েছে। ব্যাংকে সংযুক্তিকরণ হয়েছে, সুদের হার কমানো হচ্ছে। ঋণদান সহজ করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে। এর পরে হয়ত ব্যক্তিগত করে ছাড় দেওয়া হবে। এছাড়া আছে আরও কিছু। কিন্তু এসব সত্ত্বেও কেন দুরাবস্থা কাটছে না।

কারণ হল রোগ নির্ণয়ের সমস্যা। সরকারের সব নীতি ঘোষণাই হচ্ছে উৎপাদন ও যোগানের পক্ষকে সুগম করা। প্রশ্ন হল বাজারে যোগান বাড়লেই হবে না। তা বিক্রি হওয়ার প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ দেশের যদি প্রয়োজনীয় চাহিদার পরিমাণ ঠিক থাকে তবে বিনিয়োগ বাড়বে না। প্রয়োজন হল মানুষের হাতে কেনার ক্ষমতা বাড়াতে হবে।

কীভাবে সাধারণ মানুষের হাতে ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে?

সরকারের উচিত বড় রকমের রাজনীতি গ্রহণ করা। এর মূল উদ্দেশ্য হবে খুব বড় অঙ্কের খরচ করতে হবে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেখানে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদিত হয়। ফলে তার চাহিদা তৈরি হবে এবং তার উৎপাদনও হবে। এই সমস্ত ক্ষেত্রগুলোতে সাধারণত মানুষের কাজের সুযোগ বেশি থাকে। তাই সাধারণ মানুষের ভোগে লাগে এমন সব দ্রব্য উৎপাদন ক্ষেত্রে লোকের কাজের পরিমাণ বাড়বে। বাড়বে মজুরী এবং আয়।

কৃষিক্ষেত্রে বিরাট রকমের বুনিয়াদী খরচের বিরাট সুযোগ আছে। সেচের ব্যবস্থা, গ্রামীণ রাস্তাঘাট তৈরি, কোল্ডস্টোরেজ, গবেষণাগার তৈরি এখনই করা প্রয়োজন, গ্রামের মানুষের মজুরির হারও কমে যাচ্ছে, কাজেই সুযোগ কমে যাচ্ছে। ফলে দেশের ভোগ্যপণ্যের চাহিদা কমছে তীব্রভাবে। শহরাঞ্চলে অনুরূপ সমস্যা বাড়ছে। অনেকে প্রশ্ন করছেন টাকা কোথা থেকে আসবে? প্রয়োজনে বেশি বেশি টাকা ছাপিয়েও এই কাজ করা যায়।

তবে কি মুদ্রাস্ফীতি বাড়বে না?

মুদ্রাস্ফীতি বাড়ার কারণ কম, কারণ দেশে যখন বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতাকেই কাজে লাগানো যাচ্ছে না তখন টাকার যোগান বাড়লে এমনিতেই উৎপাদন বাড়তে পারে, মুদ্রাস্ফীতি না ঘটিয়ে। এর উদাহরণ আমেরিকা, ইউরোপ, জাপান ইত্যাদি অনেক দেশ। এই সমস্ত দেশে ২০০৭ এর বিশ্ব আর্থিক সঙ্কটের পর থেকে বিপুল পরিমাণে অর্থযোগান বাড়ালেও মুদ্রাস্ফীতি একটুকুও বাড়েনি। তাই ভারতেও ঐ অবস্থা হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু সরকার সেটা করতে চাইছে না। পরন্তু যোগান বাড়ানোর কারণ দেখিয়ে ধনী ব্যক্তিদের সুবিধা দিলে উৎপাদন বাড়বে। বাড়বে চাকরির সুযোগ।

আরেকটি বড় বিপদ তৈরি হয়েছে

ভারতীয় অর্থব্যবস্থা এমন এক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে চলেছে যেখানে বেসরকারি বিনিয়োগ একেবারে তলানিতে। এরকম সময় সরকারী বিনিয়োগ খুব বেশি না বাড়লে দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা এবং তার ফলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই ভেঙ্গে পড়তে পারে। তাই সরকারি খরচ বৃদ্ধিই একটা হাতিয়ার। কিন্তু সমস্যা হল সরকারের হাতেও কোন টাকা নেই। এরকম অবস্থায় রাজস্বঘাতে ঋণ করে হলেও খরচ বাড়াতে হবে। কিন্তু আগেও বলা হয়েছে বর্তমান সরকার তা করতে চাইছে না।

মূল সমস্যা হল কেন্দ্রীয় সরকারের আয় কমছে দ্রুত হারে। রাজ্য সরকারেরও আয় কমছে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে। বিহার এবং আসাম বাদে ১৭টি রাজ্যের আয়-ব্যয়ের একটা হিসাব থেকে এক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে রাজ্যগুলোর মূলধনী খরচের বৃদ্ধি গত এপ্রিল থেকে অক্টোবর মাসে ঠেকেছে খুব সামান্য অর্থাৎ ১.৪ শতাংশ। গত বছরের ঐ সময়ে ঐ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৩২ শতাংশ। আবার কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে মূলধনী খরচের বৃদ্ধির হার যেখানে ছিল ঐ সময়ে ১৩.৫ শতাংশ, সমগ্র বছরের হিসাবে তা ঠিক হয়েছে ১১.৬ শতাংশ। এখানে জানতে হবে রাজ্যের অবস্থাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মোট মূলধনী খরচের (অর্থাৎ যেটা আগামী দিনে উৎপাদন ক্ষমতার পরিচায়ক) দুই-তৃতীয়াংশেই হল রাজ্যের অংশে। তাই আগামী দিনে দেশের আর্থিক অবস্থা সহজে কাটবার সম্ভাবনা কম।

পুণ্যশ্লোক ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশতবর্ষে আমার প্রণাম ও শ্রদ্ধার্ঘ

কালিদাস চক্রবর্তী

আমাদের এই পবিত্র ভারতভূমি চিরকাল রত্নপ্রসবিনী। যুগে যুগে এক একজন মহামানব আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁদের স্বকীয় মতবাদ নিয়ে, অধিকাংশেই ধর্ম সম্পর্কে তাঁদের ব্যক্তিগত মতবাদ প্রচার করেছেন, বেদ, বেদান্ত, উপনিষদের নতুন নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁরা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন। সমগ্র ভারতকে অন্তর্ভুক্ত করেও বিশেষভাবে বলব আমাদের বঙ্গমাতা শিল্পে, সাহিত্যে, ধর্মে, দর্শনে যে সব রত্ন দান করেছেন, তার তুলনা সারাভারতের আর কোথাও আছে বলে মনে হয় না। তার মধ্যে আবার ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমরা রেনেসাঁস্ বা নবজাগরণের অন্যতম প্রাণপুরুষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি বিদ্যাসাগর নামেই ভূ-ভারতে বিখ্যাত। তাঁর জীবনী অনেকেই অবগত আছেন। তথাপি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় প্রজন্ম যারা বেশিরভাগই আধুনিক শিক্ষায় অনুসারী ও বিদেশী ভাষায় অভ্যস্ত বিশেষ করে তাদের কাছে বিদ্যাসাগরকে তুলে ধরাই আমার উদ্দেশ্য।

অতি সংক্ষেপে তাঁর জীবনী একটু আলোচনা করা যাক। ১৮২০ খৃস্টাব্দের ২৬ শে সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে এই মহাপুরুষের জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা ছিলেন ভগবতী দেবী। পিতা ঠাকুরদাস মাত্র ১৫ বছর বয়সে স্বীয় মাতার দারিদ্র্য-দুঃখ মোচনের জন্য কলকাতায় চলে আসেন। অনেক দুঃখ-কষ্ট-সহ্যের পর অবশেষে একটি মাসিক ৮ (আট) টাকা বেতনের চাকরি পেয়েছিলেন। এর কিছুদিন পরে গোঘাট নিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয় কন্যা ভগবতী দেবীর সাথে ঠাকুরদাসের বিবাহ হয়। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁদের প্রথম সন্তান। মাত্র ৯ বছর বয়সে তিনি পিতার সাথে কলকাতায় এসে পিতার মনিব ভাগবতচরণ সিংহের বাড়িতে থাকতে শুরু করেন। তাঁরা স্বহস্তে রান্না করে খেতেন। সৌভাগ্যক্রমে ভাগবতচরণের কনিষ্ঠা কন্যা রাইমণি ঈশ্বরচন্দ্রকে নিজের ছেলের মতন যত্ন করতেন। পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরের কোমল হৃদয় কোনোদিন সেই উপকার ভুলে যায়নি।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ঠাকুরদাস ঈশ্বরচন্দ্রকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করে দিলেন। তাঁর মেধা ও প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ ৬ মাসের মধ্যেই তিনি মাসিক ৫ টাকা বৃত্তি পেলেন। ফলে তার আর্থিক সংকট কেটে গেল। এইভাবে ধাপে ধাপে কলেজের সমস্ত উচ্চ বৃত্তি ও পুরস্কার লাভ করলেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ থেকে সর্বোচ্চ 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদলাভ করেন।

এই পদলাভ করার সাথে সাথে তিনি বাড়িতে বসে ইংরেজি শিখতে আরম্ভ করেন। আমাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই ঈশ্বরচন্দ্রকে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলেই জানেন। কিন্তু অনেকেই জানেন না তিনি ইংরেজিতে কত পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন, যার ফলে তিনি অত্যন্ত সুন্দর ইংরেজি লিখতে পারতেন ; এমন কি তাঁর ইংরেজি হাতের লেখাও অনেক সাহেবদের থেকে সুন্দর ছিল। অপরদিকে, যারা নতুন করে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্য তাঁর কাছে আসত, তাদের সহজ করে শেখানোর জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথমে উপক্রমণিকা ও পরে ব্যাকরণ কৌমুদী রচনা করেন, যা বহুকাল পরেও আমরা বিদ্যালয়স্তরে পড়ে সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান অর্জন করেছি।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৫১ সালের জানুয়ারী মাসে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ লাভ করেন। এই পদে বসেই তিনি নানা প্রকার সংস্কার কাজে হাত দেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অবশ্যই— ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ব্যতীত অন্য জাতির ছাত্রদের জন্য কলেজে অধ্যয়নের অধিকার। দ্বিতীয়ত, ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন গ্রহণের রীতি পুর্বতন, দুমাস গ্রীষ্মাবকাশ অর্থাৎ Summer Vacation প্রথা প্রচলন এবং সংস্কৃতের সাথে সাথে ছাত্রদের ইংরাজি শিক্ষা প্রচলন—এসবই তাঁর দূরদর্শিতার পরিচায়ক। কয়েকবছর পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ ছাড়াও কয়েকটি জেলার শিক্ষাবিভাগের ইন্সপেক্টর পদের দায়িত্ব দেওয়া হল। সেই বছরেই তিনি এক বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নিয়ে বঙ্গ-সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করলেন। বিধবাবিবাহ হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত ব্যাখ্যা করে এক পুস্তিকা রচনা করলেন। ১৮৫৬ সাল ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের শ্রেষ্ঠকাল বলা চলে। এই বছরেই তিনি তাঁর স্বল্প কয়েকজন বন্ধুর সাহায্যে প্রবল প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে বেশ কয়েকটি বিধবা-বিবাহ সম্পন্ন করলেন। ভেবে দেখুন, বর্তমান ভারতে বিধবা বিবাহ নিয়ে আজ কেউই প্রশ্ন করেন না। অথচ বিদ্যাসাগরকে কত গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছিল। ঐ বছরেই বিদ্যাসাগর মশাই স্কুল ইন্সপেক্টর থাকাকালীন বর্ধমান, হুগলী, নদীয়া ও মেদিনীপুর জেলায় বেশ কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে স্ত্রী জাতি শিক্ষিত না হলে সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়।

এবার বিদ্যাসাগরের জীবনের কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করব, যার মাধ্যমে তাঁর কঠোর কোমল দিক তুলে ধরা হবে। তাঁর মধ্যে স্বাজাত্যবোধ ছিল অত্যন্ত প্রবল। তিনি কোনদিন অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন নি বা হীন অনুকরণ কখনও করেন নি। স্বদেশের পরিচ্ছদ পরিধান করেই বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর সারাটা জীবন কাটিয়েছেন। তিনি পরতেন একটা সাদা থান ধুতি ও গায়ে থাকতো একটা সাদা থানের চাদর। আর পায়ে থাকতো এক জোড়া তালতলার চটি জুতো। এটাই তাঁকে অন্যদের থেকে বিশিষ্টতা দান করেছিল। এই পোষাকে একদিন তিনি হিন্দু কলেজের (পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্সী কলেজ) অধ্যক্ষ কার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যান। ঈশ্বরচন্দ্রও তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। যথারীতি অনুমতি নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র কার সাহেবের অফিস ঘরে প্রবেশ করলেন। ওয়াল্টার কার সাহেব তখন বুটশুদ্ধ পা দুটো টেবিলের উপরে তুলে চেয়ারে হেলান দিয়ে ধূমপান করছিলেন। বিদ্যাসাগরকে দেখে কোনও সৌজন্য না দেখিয়ে সেভাবেই চেয়ারে বসে টেবিলে পা তুলে বসে রইলেন। বিদ্যাসাগর অপমানিত, বোধ করলেও বাইরে প্রকাশ করলেন না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রয়োজনীয় কথা বলে কার সাহেবের ঘর থেকে ফিরে এলেন। প্রায় মাসখানেক বাদে কার সাহেবকে বিশেষ প্রয়োজনে সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে আসতে হয়েছিল। এ সংবাদ পূর্বেই বিদ্যাসাগর পেয়েছিলেন এবং সেইমত নিজেও প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর সেই বিখ্যাত চটি জুতো পরা পদদ্বয় টেবিলের উপর তুলে তিনি একটা বই-এ চোখ রেখেছিলেন। এমন সময় কার সাহেব বিদ্যাসাগরের অফিসকক্ষে প্রবেশ করলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে কার সাহেব যেমন বিদ্যাসাগরকে বসতে বলেন নি, এদিনও তেমনি ঈশ্বরচন্দ্র সাহেবকে বসতে অনুরোধ করেন নি। এ যেন সেই 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ'। অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে কার সাহেব সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সেরে চলে গেলেন। ঈশ্বরচন্দ্র সম্ভবতঃ এই তেজস্বিতা পেয়েছিলেন তাঁর পিতামহ রামজয় তর্কভূষণের কাছ থেকে।

মাননীয় কার সাহেব বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালেন কাউন্সিল অব এডুকেশনের সেক্রেটারি ডাঃ এফ্. জে. মুয়াটের কাছে। মুয়াট সাহেব বিদ্যাসাগরকে ডেকে ব্যাপারটা জানতে চাইলে বিদ্যাসাগর আনুপূর্বিক ঘটনা বর্ণনা করেন এবং পরে কার সাহেবকেই এর জন্য দায়ী করেন। ... মাত্র ২১ বছর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিতের পদে যোগ দেন। জি.টি. মার্শাল তখন ঐ কলেজের সেক্রেটারি। এই সময় তাঁর তৃতীয় ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রের বিবাহ উপস্থিত হলে তাঁর মা ভগবতী দেবী বারবার ঈশ্বরচন্দ্রকে ঐ বিবাহে অবশ্যই যোগদান করতে বলেন। সেইমত তিনি মার্শাল সাহেবের কাছে ছুটি চাইলেন। কলেজে কাজের চাপ থাকায় মার্শাল সাহেব তাঁর ছুটি মঞ্জুর করলেন না। পরদিনই ঈশ্বরচন্দ্র সাহেবের কাছে তাঁর পদত্যাগ পত্র দাখিল করলেন। সাহেব বিস্মিত হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলে বিদ্যাসাগর বললেন, ''আমার কাছে চাকরি অপেক্ষা মাতৃআদেশ অনেক গুরুত্বপূর্ণ। ''মার্শাল সাহেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁর ছুটি মঞ্জুর করলেন। এমনই ছিল তাঁর মাতৃভক্তি।

ঈশ্বরচন্দ্রের জনদরদের কথা বলে শেষ করা যায় না। তখনকার সমাজে বাল্যবিবাহ ও কৌলিন্য প্রথা প্রচলিত থাকায় বহু বালিকাবধূ অকালেই বৈধব্যের শিকার হত। এদের দুঃখে বিচলিত হয়ে বিদ্যাসাগর মশাই হিন্দুশাস্ত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করে বিধবাবিবাহের সপক্ষে যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিলেন। সমাজের রক্ষণশীল ব্রাহ্মণরা রে রে করে উঠলেন। বিদ্যাসাগর অনড়, ইংরেজ সরকারের সহায়তায় বিধবা-বিবাহ আইন সিদ্ধ করলেন। তাই তো কবি মধুসূদন যথার্থই বলেছিলেন, "He had the heart of a Bengali mother and the vigour of english man'। অতি সম্প্রতি বর্তমান সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রাচীন সিন্দুকের তালা ভেঙে বিদ্যাসাগরের স্বহস্তে লিখিত বহু নথি উদ্ধার করা গেছে—সেখানে বিধবাদের মাসিক ভাতা প্রদানের কথা লিপিবদ্ধ আছে। আমরা বিদ্যাসাগরকে একজন সংস্কৃত পণ্ডিত বলে জানি। কিন্তু তার লাইব্রেরি ঘরে গেলে যে কেউ দেখতে পেত সারি সারি আলমারি ইংরাজি সাহিত্যের গ্রন্থে ভরা। স্ত্রী শিক্ষা প্রচলনের জন্য তার অবদান অবিস্মরণীয়। বিদ্যালয় পরিদর্শকের দায়িত্ব পালনের সময় বিভিন্ন জেলায় মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। শিক্ষা বিস্তারে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান বর্ণপরিচয় ও ব্যাকরণ কৌমুদী রচনা।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বাজাত্য বোধ আমরা দেখে থাকি তাঁর পোষাক ও চটিজুতায়। কিন্তু এই খাঁটি বাঙালীটি অন্তরে ছিলেন আদ্যন্ত একজন ইংরেজ। তাঁর সুদৃশ্য লাইব্রেরী ঘরের দেওয়ালে তাঁর আরাধ্য দেব-দেবীর চিত্রগুলি ইংরেজ শিল্পী কর্তৃক অঙ্কিত। এই দেব-দেবী তাঁর পিতা ও মাতা। ঐ কক্ষে আরও কয়েকটি তৈলচিত্র ইংরেজ শিল্পীর অঙ্কিত। বিদ্যাসাগর কখনই ফরাসের উপরে বসে পড়াশুনা করতেন না। সবসময় চেয়ারে হেলান দিয়ে পড়তেন। বিশেষ পাঠকবৃন্দ বড় হয়ে এই মহান ব্যক্তি সম্পর্কে আরও অনেক তথ্য জানতে পারবেন।

বিশ্ব পরিবেশ বিপন্ন, কিছু আশা ২০১৯-এ

১. রোমে মেট্রো স্টেশনের কাউন্টারে খালি প্লাস্টিকের বোতল দিলে যাত্রীরা তাঁদের গন্তব্যের টিকিট পাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই জমা পড়েছে প্রায় ৪ লক্ষাধিক বোতল।

২. পরিবেশ বাঁচাতে ৫০০০ কোটি ইউরোর প্রকল্প বন্ধ করে দিল নরওয়ে। লোফোতেন দ্বীপে তেলের জন্য খনন বন্ধ হয়ে গেল।

৩. সারমেয়দের শক্তিশালী ঘ্রাণশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ক্যানসারের খোঁজ করা সম্ভব হবে বলে গবেষকদের দাবি।

৪. শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকা বিশ্বের দুটি মেয়ে নর্দার্ন হোয়াইট রাইনো থেকে সংগৃহীত ডিম্বাণুর মধ্যে ৭টিকে কৃত্রিমভাবে নিষিক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এ যাত্রায় বেঁচে যেতে পারে অবলুপ্তপ্রায় এই গণ্ডার প্রজাতিটি।

৫. বিশ্বে এই প্রথম আইসল্যাণ্ডে নারী ও পুরুষদের সমবেতনের আইন পাশ হল।

৬. সুইডেনে দারুণ একটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। দান করা রক্তে কারও জীবন বাঁচলেই দাতার কাছে একটি ধন্যবাদ জ্ঞাপক মোবাইল মেসেজ চলে যাবে।

৭. জনস্বার্থ সম্পর্কিত একটি মামলায় জিতে গেল ইকুয়েডরের ওয়ারোরানি জনগোষ্ঠী। আমাজনের বৃষ্টি অরণ্যের এই অংশে তেলের খোঁজে জঙ্গল নিধনকে বেআইনি ঘোষণা করেছে সে দেশের শীর্ষ আদালত।

৮. গালাপাগোস দ্বীপে আবার দেখা গেল বিশেষ প্রজাতির ইগুয়ানা যা চার্লস ডারউইন দেখতে পেয়েছিলেন প্রায় ২০০ বছর আগে।

৯. 'রিসাইকেল পে' প্রকল্পটি দারুণ জনপ্রিয় হয়েছে নাইজেরিয়ার লাগোসে। এই প্রকল্পে প্লাস্টিক জাত বর্জ্য দিয়ে শিশুদের স্কুলের বেতন দিচ্ছেন অভিভাবকেরা।

১০. ৩০ হাজার পাখিকে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিল নেদারল্যাণ্ডস। পাখীদের জন্য পাঁচটি কৃত্রিম দ্বীপ তৈরি করে দিয়েছে সরকার।

১১. সামুদ্রিক কচ্ছপকে বিপন্ন প্রজাতির মধ্যে রাখার কাজটা ইতিবাচক হয়েছে। এই কচ্ছপের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১৮০ শতাংশ।

১২. থাইল্যাণ্ডে পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সুপারমার্কেট থেকে প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কলাপাতায় মুড়ে ফল ও আনাজ দেওয়া হচ্ছে ক্রেতাদের।

*দক্ষিণের পাতা আগামী সংবাদ

স্টেডিয়াম

ঘরের মাটিতে সিরিজ জয়

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়ার সিরিজ জয়

কটক- সদ্য ফেলে আসা ২০১৯-এ বিরাট কোহলির নেতৃত্বে টিম ইন্ডিয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজ জয় করল ঘরের মাটিতে। টসে জিতে কটকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৫০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ৩১৫ রান করে। প্রত্যুত্তরে ভারত ছয় উইকেটে প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। কটকে কোহলি, রোহিত, রাহুল ও জাডেজা ভাল খেলেছে। অধিনায়ক কোহলি ৮১ বলে ৮৫ রান করেন। অন্যদিকে শার্দুলও ভালো সঙ্গত করেছেন। প্রত্যাশা জাগিয়ে বিশ্বকাপ জেতা হয় নি ভারতের। এরপর থেকে একের পর এক সিরিজ জিতেই চলেছে ভারত। এবারে ফের বিশ্বকাপ জেতার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে টিম কোহলি।

চলে গেলেন গীতানাথ

বিশ্ব এইডস্ দিবসে, সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের মঞ্চে ভাষণ দিচ্ছেন গীতানাথ গাঙ্গুলি। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-এই তো সেদিন (১ ডিসেম্বর, ২০১৯) সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের (এস টি পি এফ) উদ্যোগে বিশ্ব এইডস দিবসের অনুষ্ঠানে এসেছিলেন বিশেষ অতিথি হয়ে। অসাধারণ বক্তৃতা দিয়েছেন। ১৭ ডিসেম্বর বিকেলে সেই গীতানাথ গাঙ্গুলি (৮৩) মোহন বাগানের প্রেসিডেন্ট, সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক এবং প্রখ্যাত আইনজীবীর জীবনদীপ নিভে গেল। নানা কাজের মধ্যেও তিনি সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতেন। তাঁর মৃত্যুতে যেমন ফুটবল মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে তেমনি এস টি পি এফও একজন অভিভাবককে হারালেন। ১৮ ডিসেম্বর তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।

নির্বাসনে রাশিয়া

কিংবদন্তি ইয়েলেনা ইসিনবায়েভা-এর দেশকে এবার টোকিয়ো অলিম্পিকে দেখা যাবে না।

সুইজারল্যান্ড-ডোপিং নিয়ে মিথ্যা তথ্য দেওয়ার জন্য ওয়াডা চার বছরের জন্য নির্বাসনে পাঠালো রাশিয়াকে। এর ফলে ২০২০ টোকিও অলিম্পিক্স, ২০২২ বেজিংয়ে শীতকালীন অলিম্পিক্স এবং ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপ সহ কোনও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় নামতে বা আয়োজন করতে পারবে না রাশিয়া। ওয়াডার এই সিদ্ধান্তে শোকের ছায়া নেমে এসেছে রুশ ক্রীড়াজগতে। সুইৎজারল্যান্ডে লোজানে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ডোপ বিরোধী সংস্থার কর্মসমিতির এক বৈঠকের পরে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৯ ডিসেম্বর। সংস্থার পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'রাশিয়ার বিরুদ্ধে এই শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে নেওয়া হয়েছে। রাশিয়ার ডোপ বিরোধী সংস্থা রুসাডা এই শাস্তি কমানোর জন্য ২১ দিনের মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালতে আবেদন জানালো। রাশিয়ার কয়েকটি ক্রীড়া সংস্থা জানিয়েছে, টোকিওতে নিরপেক্ষ দেশের হয়ে নামবেন রুশ খেলোয়াড়রা।

মেসির ষষ্ঠ ব্যালন ডি'ওর

আর্জেন্টিনার সম্পদ লিওনেল মেসি

প্যারিস-আর্জেন্টিনার সম্পদ লিওনেল মেসি প্রত্যাশা মতোই ষষ্ঠবার ব্যালন ডি'ওর পেলেন। বিচার বিচারে বর্ষসেরা ফুটবলার। অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। পুরস্কার প্রাপকের তালিকায় প্রথমে রয়েছেন মেসি। দ্বিতীয় ভার্জিল ফন ডাইক, তৃতীয় রোনাল্ডো। মহিলাদের বিভাগে বর্ষসেরা হলেন বিশ্বকাপ জয়ী মার্কিন তারকা মেগান র‍্যাপিনো। লা লিগায় আতলেতিকো দে মাদ্রিদের বিরুদ্ধে ম্যাচ শেষ হওয়ার চার মিনিট আগে গোল করেন মেসি। এই গোলের সুবাদে লিগ টেবিলের শীর্ষ স্থানে উঠলো বার্সেলোনা। রোনাল্ডোর সঙ্গে বরাবরই মেসির একটা সমান্তরাল প্রতিযোগিতা চলে।

ক্যানসার জয়ী শ্যামলী

নিজস্ব প্রতিনিধি-দুরারোগ্য ক্যানসারকে পরাজিত করে ১৫ ডিসেম্বর কলকাতায় টাটা স্টিল আয়োজিত ২৫ কে ম্যারাথন দৌড়ে রুপো পেলেন বাংলার মুখ শ্যামলী সিং। মেদিনীপুরে এক চাষীর পরিবারে

কলকাতায় ২৫ কে ম্যারাথন। ইনসেটে শ্যামলী।

জন্ম শ্যামলীর। ক্যান্সার নিয়েই সে দুবাই ম্যারাথনে নেমে রুপো পান। সুস্থ হওয়ার পরই কলকাতার দৌড়ই ছিল শ্যামলীর প্রথম প্রতিযোগিতা। কলকাতায় দৌড় শেষ করার কিছু আগেই শ্যামলীর পেটে যন্ত্রণা শুরু হয়। ভারতীয় মহিলাদের নিরিখে মাত্র ৬ সেকেন্ডের ব্যবধানে রুপো পান শ্যামলী। এই দৌড়ের সূচনা করেন আর্জেন্টিনার ফুটবল তারকা হারনান ক্রেসপো, ছিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়। পুরুষদের বিভাগে সোনা জেতেন কেনিয়ার লিওনার্ড বারসোটন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছেন ইথিওপিয়ার বেটেসফা গেতাহুন ও বায়েলিন ইয়েগোশ।

বব উইলিস প্রয়াত

বব উইলিস

লন্ডন-প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক এবং মারাত্মক পেসবোলার বব উইলিস চলে গেলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। দেশের হয়ে ৯০টি টেস্টে ৩২৫ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। গত তিনবছর ধরে উইলিস প্রস্টেট ক্যান্সারে ভুগছিলেন। তিনি রেখে গিয়েছেন স্ত্রী লরেন, কন্যা কেটি, ভাই ডেভিড এবং বোন অ্যানকে।

ভারত্তোলনে সোনা

নয়াদিল্লি- দক্ষিণ এশীয় গেমসে ভারত্তোলন বিভাগে প্রথম দিনেই ভারতীয় খেলোয়াড়রা চারটি সোনা জিতলেন। চিনি ভানুবেহেরা মোট ১৫১ কেজি তুলে সোনা পান। এছাড়া স্নেহা সোরেন (৪৯ কেজি), সোরোখাইবাম বিন্দরানি দেবী (৫৫ কেজি) চ্যাম্পিয়ন হন মেয়েদের বিভাগে। ভারতের চতুর্থ সোনা জেতেন পুরুষদের বিভাগে সিদ্ধান্ত দাস। কয়েকবছর ধরে ভারত মহিলাদের ভারত্তোলনে খুব ভাল ফল করছে। ধারাবাহিকভাবে মহিলা অ্যাথলিটরা তাঁদের প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে এবং তার ফল হাতে নাতে পাচ্ছে তাঁরা।

ফাতির চমক

সুইজারল্যান্ড-চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে সবচেয়ে কম বয়সে গোল করার নজির গড়ল বার্সেলোনার ১৭ বছরের কিশোর আনসু ফাতি। তার একটা গোলেই শেষ হয়ে গেল ইন্টারমিলানের শেষ ষোলোয় খেলার

সতীর্থের কোলে ফাতি

স্বপ্ন। পরিবর্ত হিসেবে নেমে খেলার একেবারে শেষ পর্যায়ে লুইস সুয়ারেজের পাস থেকে দুরন্ত শটে গোল করে ফাতি। এর আগে পর্যন্ত খেলার ফল ছিল ইন্টারমিলান ১, বার্সেলোনা-১। মিলানের লুকাকু গোল করেন। প্রথম গোলটি করেন বার্সেলোনার কার্লেস পেরেজ। দিনের নায়ক ফাতি এই মরশুমে লা লিগাতেও দুটি গোল করেন। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এর আগে সবচেয়ে কম বয়সে গোল করার রেকর্ড ছিল অলিম্পিয়াকোসের পিটার ওফ্রি-কোয়াবের। ফাতি কোয়াবের থেকে ৫৫ দিনের ছোট।

পান্নালাল নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি-ফুটবল পাগল পান্নালাল চ্যাটার্জি (৮৩) ১৭ ডিসেম্বর সকালে সকালে মারা গেলেন। তিনি নিজের পয়সায় সাতটি ১০টি ফুটবল বিশ্বকাপ দেখেছেন। কাতার বিশ্বকাপ আর দেখা হল না। রেখে গেলেন স্ত্রী চৈতালি চ্যাটার্জিকে। সিকিম গভর্নরস গোল্ড কাপে কলকাতার প্রথম সারির তিনটি দলকে খেলাবার জন্য পান্নালাল চ্যাটার্জি একমাত্র মানুষ, যাঁর কৃতিত্বে এই গোল্ডকাপ ফুটবলে কলকাতার ক্লাবগুলোর নাম ছড়িয়ে পড়েছে।

খুদের হাতেখড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি- সোশ্যাল মিডিয়াতে হইচই ফেলে দিয়েছে তিন বছরের এক খুদে ক্রিকেটার। তার নাম শেখ শাহিদ। নিখুঁত কভার ড্রাইভ, স্ট্রেট ড্রাইভ, টেকনিকে গলদ নেই, গ্রিপ অসাধারণ।

ডায়াপার পরে ব্যাট হাতে খেলছে এই শিশু। ভারতের অধিনায়ক জানান, 'ছেলেটা কোথাকার? অবিশ্বাস্য!' বেহালার মুচিপাড়া অঞ্চলের অভাবী পরিবারে তার জন্ম। বিরাট কোহলির তারিফ করেন। বিবেকানন্দ পার্কে অমিত চক্রবর্তীর কোচিং সেন্টারে এই খুদেকে ভর্তি করা হয়েছে। ক্রিকেটার সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই শিশুকে তার কোচিং ক্যাম্পে নিখরচায় কোচিং করাতে প্রস্তুত।

ধরাশায়ী ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি- শেই হোপ আর হেটমায়ার—এই দু'জন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটসম্যানের সেঞ্চুরিতে প্রথম ওয়ান ডে ম্যাচে ভারত হারল ৮

উইকেটে। হেটমায়ার ১০৬ বলে ১৩৯ রান করে ফিরে গেলেও শেই হোপ অপরাজিত থেকে গেলেন ১০২ রানে। ওদের ফাস্ট বোলার শেল্ডন কটরেলও সকলের নজর কেড়েছে। চেন্নাইয়ের মন্থর উইকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিতল অনায়াসে। ভারতের ঋষভ পন্থ অনেক দিন পরে রানে ফিরল। রোহিত, রাহুল এবং কোহলি তেমন রান করতে পারলেন না।

শূন্য রানে ছ' উইকেট

মহিলা ক্রিকেটার অঞ্জলি চন্দ

কাঠমান্ডু-ক্রিকেটের ইতিহাসে এক অবিশ্বাস্য কীর্তি গড়লেন নেপালের মহিলা ক্রিকেটার অঞ্জলি চন্দ। আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টিতে ক্রিকেটে সেরা বোলিং করলেন। শূন্য রানে ছ'উইকেট নিলেন। আজ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচে এই ঘটনা ঘটেনি।

এইডস্ ও থ্যালাসেমিয়া রোধে প্রচারের কয়েকটি মুহূর্ত

১। সম্পাদক সঞ্জীব আচার্যের সঙ্গে ফুটবল প্রশিক্ষক ও সাংসদ সুব্রত ভট্টাচার্য।
২। ভাষণ দিচ্ছেন ফুটবল প্রশিক্ষক মৃদুল ব্যানার্জি।
৩। পতাকা উত্তোলন (নীচে) মিছিলে মহিলারা।
৪। ভাষণ দিচ্ছেন সংগঠনের পৃষ্ঠপোষক এবং বিধায়ক অশোক দেব।
৫। ভাষণ দিচ্ছেন ৩নং বরোর চেয়ারম্যান অনিন্দ্যকিশোর রাউত।
৬। চলন্ত থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা।
৭। রক্তদান কর্মসূচি।
৮। মিছিলে নৃত্যরত রমনীরা।
৯। চলমান অক্সিজেন পার্লার।
১০। র‍্যালিতে সম্পাদকের সঙ্গে অন্যান্য সদস্যরা।
১১। মশাল হাতে সংগঠনের সহ-সভাপতি স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ।
১২। বসে আঁকো প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান।
১৩। মঞ্চে বক্তব্যরত ৩নং বরোর চেয়ারম্যান সাধন সাহা। উপস্থিত সহ-সভাপতি ডাঃ শেখর ঘোষ, কার্যকরী কমিটির সদস্য ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কি?

থ্যালাসেমিয়া কি ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ : ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্চার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? : যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,
আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার পথিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

কার্যকারী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ : ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, জয়ন্ত সাহা, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) শরদিন্দু চ্যাটার্জি, ২) রজত বোস, ৩) অনুপম রায়, ৪) রামকৃষ্ণ বসাক, ৫) ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি, ৬) রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, ৭) শৈলেন পাল, ৮) মালক সাহা, ৯) বিশ্বজিৎ ভৌমিক, ১০) অমল বোস, ১১) এস এস চন্দ, ১২) রুপী মণ্ডল, ১৩) গোপাল সাহা, ১৪) আশীষ ভট্টাচার্য, ১৫) ববিতা দাস, ১৬) সুমিতা কর্মকার, ১৭) তপন ব্যানার্জি, ১৮) অশোক পাল, ১৯) আলোকনা সিকদার, ২০) প্রদীপ পাত্র, ২১) সৈকত মুখার্জি, ২২) সোনালি বিশ্বাস, ২৩) সঞ্জয় সাহা, ২৪) পার্থ দাস, ২৫) সঞ্জয় সেনগুপ্ত, ২৬) সন্দীপ মিল, ২৭) তাপস কুমার চক্রবর্তী, ২৮) রিঙ্কা বিশ্বাস, ২৯) সুমনা কর, ৩০) অভিষেক কুমার মিত্র, ৩১) কানন কুমার মণ্ডল, ৩২) কৃতার্থ মণ্ডল, ৩৩) অদিতি মণ্ডল, ৩৪) নূপুর চ্যাটার্জি, ৩৫) রণিতা মিত্র, ৩৬) বুম চ্যাটার্জি, ৩৭) কেশবচন্দ্র নন্দী, ৩৮) অর্পিতা বসু, ৩৯) নমিতা পাল, ৪০) মধু শেঠ, ৪১) মধুমিতা পাত্র, ৪২) অরবিন্দ নন্দী, ৪৩) রাসবিহারী ব্যানার্জি, ৪৪) পুলক শূর, ৪৫) রুদ্র রায়, ৪৬) ডা. পি. কর্মকার, ৪৭) তপন ঘোষ, ৪৮) তাপস মুখার্জি, ৪৯) প্রীতেশ ঘোষ, ৫০) অমিতাভ সিনহা, ৫১) মৌমিতা ঘোষ, ৫২) তন্ময় কুণ্ডু ৫৩) রেশমি নায়েক।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন

১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০ ০০৪, যোগাযোগ : (০৩৩) ২৫৩০ ৬৫৭২, ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/3, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 98305 60296.